দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 10 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি যে কোন মুহূর্তে ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে

মাহফুজুল হক আনার ঃ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘ এক বছর ক্লাস করার পর এখন নিজেদের ছাত্র-ছাত্রী হিসেবেই পরিচয় দিতে পারছে না। কৃষি কলেজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী নতুন সাজে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করে মনোনীত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেন। উদ্বোধনের পর ১ম ও ২য় ব্যাচে ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়নি। ফলে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন ন্যামসর্বস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র থেকে বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীরা কোন পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। ছাত্র-ছাত্রীসহ বিশ্ববিদ্যালয়টির অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে জয় বাংলার পতাকাবাহী প্রকল্প পরিচালক ক্ষমতার পালাবদলের সাথে সাথে জাতীয়তাবাদের পতাকা হাতে নিয়ে তিসি পদে পদোন্নতি লাভের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে অসহায় ছাত্র-ছাত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে খোলাচিঠি দেয়ার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে। যে কোন মুহূর্তে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে।

জানা গেছে, বিগত ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী অঙ্গীকারের ভিত্তিতে তৎকালীন আওয়ামী সরকার দিনাজপুর শহর থেকে ৭ মাইল উত্তরে বাঁশেরহাট নামক স্থানে অবস্থিত হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করেন। ১৯৯৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে সরকার মনোনীত একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়। দুটি ব্যাচে ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। সাবেক সরকার তার রাজনৈতিক অঙ্গীকার 'পূরণ' করলেও প্রজ্ঞাপন জারির সময় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টি কার্যত নামকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে। একটি সূত্র মতে, সাবেক সরকারের আস্থাভাজন প্রকল্প পরিচালক ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা নিরসনের চেয়ে নিজের আখের গুছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।